ললিতা।

পুরাকালিক গল্প।

তথা

মানস।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

রচিত॥

কলিকাতা।

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাসের অনুবাদ যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

১৮৫৬।

বিজ্ঞাপন।

সুকাব্যালোচক মাত্রেরই অত্র কবিতা দ্বয় পাঠে প্রতীতি জন্মিবেক যে ইহা বঙ্গীয় কাব্য রচনা রীতি পরিবর্ত্তনের এক পরীক্ষা বলিলে বলা যায়। তাহাতে গ্রন্থকার কতদূর উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাহা পাঠক মহাশয়েরা বিবেচনা করিবেন।

তিন বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থ রচনা কালে গ্রন্থকার জানিতে পারেন নাই যে তিনি নূতন পদ্ধতির পরীক্ষা পরবীক্ষা হইয়াছেন। এবং তৎকালে স্বীয়মানস মাত্র রঞ্জনাভিলাষজনিত এই কাব্য দ্বয়কে সাধারণ সমীপবর্ত্তী করিবার কোন কল্পনা ছিল না কিন্তু কতিপয় সজ্জন বন্ধুর মনোনীত হইবায় তাঁহাদিগের অনুরোধানুসারে এক্ষণে জন সমাজে প্রকাশিত হইল। গ্রন্থকার স্বকর্ম্মার্জ্জিত ফলভোগে অঙ্গীকার করেন কিন্তু অপেক্ষাকৃত নবীন বয়সের অজ্ঞতা ও অবিবেচনা জনিত তাবৎ লিপিদোষের এক্ষণে দণ্ড লইতে প্রস্তুত নহেন।

গ্রন্থকার।

ললিতা।

পুরাকালিক গল্প

O Love! in such a wilderness as this,
Where transport with security entwine,
Here is the Empire of thy perfect bliss,
And here art thou a God indeed divine.

Gertrude of Wyoming.

But mortal pleasure, what art thou in truth,
The torrent's smoothness ere it dash below.

Ibid.

ললিতা।

প্রথম সর্গ

১

মহারণ্যে অন্ধকার, গভীর নিশায়।
নির্ম্মল আকাশ নীলে, শশী ভেসে যায়॥
কাননের পাতা ছাদ, নাচে শশী করে।
পবন চলিছে তায়, সর্ সর্ স্বরে॥
নীচে তার অন্ধকারে, আছে ক্ষুদ্র নদী।
অন্ধকার মহাস্তব্ধ, বহে নিরবধি॥
ভীম তরু শাখা সব, জলে পরিণত।
গম্ভীর নিস্পন্দ কায় যেন নিদ্রাগত॥
রেখে স্থির নীরে শির ক্ষুদ্র তরুগণ।
কলিকাস্তবকময় নিদ্রায় মগন॥
শাখার বিচ্ছেদে কভু, শশধর কর।
স্থানে স্থানে পড়িয়াছে, নীল জলোপর॥
ঘোর স্তব্ধে নদী তটে, শুধু ক্ষণে ক্ষণে।
কোন কীট গতায়াতে নাড়া দেয় বনে॥

শুধু অন্ধকার মাঝে, অলক্ষ্য শরীর।
কোন ভীম পশু ছাড়ে, নিশ্বাস গভীর॥
অসংখ্য পত্রের শুধু, ভীষণ মর্ম্মর।
আর শুধু শুনি এক, সঙ্গীতের স্বর॥
গভীর সঙ্গীত সেই, ভাসে নদী দিয়ে।
ভীম স্তব্ধে বনাকাশ, উঠে শিহরিয়ে॥
কখন কোমল স্থির করুনার স্বরে।
যেন কোন সুখময়ী মলো প্রেমভরে॥
শুনিয়ে তা মনে হয়, ঈষৎ আভাস।
যেন কত সুখ স্বপ্ন, হয়েছে বিনাশ॥
কি কারণে দুঃখোদয় কিসের স্মরণে।
কিছুই না জেনে তবু, সলিল নয়নে॥
কখন গম্ভীরতর পূর্ণতান ধরে।
সুগভীর মোহে মন গুমুরিয়ে মরে॥
ছেঁড়ে হৃদয়ের ডোর গভীর যাতন।
ইচ্ছা করে গলি গিয়ে মিশিগান সনে॥
ফুলিয়ে উঠিছে ধ্বনি, স্থির শুন্য কেটে।
ইচ্ছা করে গগণেতে উঠে যাই ফেটে॥
আরে যদি সঙ্গীতের দেহ দেখা পাই।
যতনেতে আলিঙ্গিয়া, মোহে মরে যাই॥

২

নদীতীরে বৃক্ষ নাহি ছিল এক স্থানে।
দীর্ঘতৃণে চন্দ্রকর জ্বলিছে সেখানে॥
ছোট গাছে তারামত ফুল্ল পুষ্পদলে।
স্থির তার প্রতিরূপ স্থির নদী জলে॥
সুখ স্বপ্নে যেন তারা, নিদ্রাভরে হাসে।
গগণ গুমুরে মরে, সুখময় বাসে॥
সেই স্থানে বসি এক নারী একাকিনী।
ফুলহীন বনে যেন স্থল কমলিনী॥
মিশেছে সে চন্দ্রিকায়, ভাবে তায় চিত্ত;
শুধু সে স্বপ্নের ছায়া, অসত্য অনিত্য॥
যৌবন আশার সম ফুল্ল রূপ তার।
দেখিয়া ফিরালে আঁখি, দেখি ফিরে বার॥
যেন যে মধুর ডোরে বাঁধা তায় মন।
স্বর্গ সুখ তরে তার না চাই ছেদন॥
যে রূপ যৌবন মোহে কবিরা ধেয়ায়।
বারেক স্বপনে আসি হাসে আর যায়॥
কি গভীর নিরমল প্রেমের প্রতিমা।
ইচ্ছা করে পায়ে ধরি পূজি সে মহিমা॥

হিরা ধীরা সুকমলা বিমলা অবলা ।
সবে নব খুবিতেছে যৌবনের কলা ॥
মোহন সঙ্গীতে মন বেঁধেছে যতনে ।
প্রেম যেন শুনিতেছে আশার বচনে ॥
কত মোহে গলে হৃদি প্রকাশ না হয় ।
গোপনে উন্মাদ প্রাণ হৃদি বিদরয় ॥
বদনে লজ্জিত রেখা কত হয়ে যায় ।
রক্তিম নীরদ যেন শারদ সন্ধ্যায় ॥
গলিল সে নীল আঁখি মজে মন তার ।
কিছুই যেন বা আর না ধরে সংসার ॥
প্রাণ মন জ্ঞান ধন জীবন যৌবন ।
সকলি করেছে যেন তায় সমর্পণ ॥
এমন আশায় তার হৃদয় না চায় ।
সেস্তব্ধে হৃদয়াঘাত যেন শোনা যায় ॥
কোথাহতে আসে সেই সুমধুর গান ।
তাহে কেন আশাভরে মোহে তার প্রাণ

৩

ললিতা সে রাজাঙ্গনা, জনক তাহার ।
প্রেম দোষে পাঠাইল কানন মাঝার ॥

মরি তার সর্ব্ব সার কমলা সে কলি।
কোন প্রাণে পদতলে ফেলিল তা দলি॥
কি কায রাজ্যেতে তার তারে দিয়ে জ্বালা।
যৌবনের দোষ সে যে কি করিবে বালা॥
যৌবন যামিনী মাঝে শশধর তার।
প্রাণ মন ধন জ্ঞান যাহে ললিতার॥
সে মন্মথে প্রাণ মন সৌঁপিল গোপন।
বলে বুঝি এই মত কাটাবে জীবন॥
একাকিনী তারে যবে দিয়ে এলো বনে।
তখন বুঝি বা কত ভয়ে মলো মনে॥
আমরি সে কাননে কি স্বর্গপুরে যায়।
ভুলিল ভুলিল এক গম্ভীর চিন্তায়॥
হারাতে কি আছে আর কি ভয় কাননে।
সংসার সকলি বন বিনে এক জনে॥
চাঁদমুখ দেখা যদি পেত একবার।
তাই ভেবে যেত সুখে চিরদিন তার॥
জীবনে যে দিগে চায় শুধু শুন্যময়।
গতসুখ কালসাপ কাটিছে হৃদয়॥
একাকিনী রাজাঙ্গনা নিবিড় নিশায়।
গেছে সুখ গেছে মান প্রাণ বুঝি যায়॥

এ সব ত্যজিতে পারে যার মুখ দেখে।
হে বিধি এখন তারে কোথা দিলি রেখে॥
যেন নভ রবি শশী তারা মেঘহীন।
আকাঙ্ক্ষিত মুখ বিনা যাবে তার দিন॥
মোহিনী কুসুম কলি হৃদয়ে পালিল।
কণ্টক কাননে কেন ছিঁড়িয়া ফেলিল॥
মলয়ে যে শিহরিত ঝটিকা কি সবে।
একাকিনী ধর মাটি মাটি হয়ে যাবে॥
এমন চিন্তায় ধনী এলো নদীস্থান।
পুলকে আপনি হৃদি কাঁপে শুনে গান॥
নদী দিয়ে আসিতেছে একাএক তরি।
তাহে নব যুবা এক গাহিছে বাসরী॥
একবার বলে বটে আমারি মন্মথ।
তখন নিভায় বুঝে মিছে মনোরথ॥
বিধি কেন লিখিবে তা আমার কপালে।
কিন্তু আর কেবা আসে এখানে একালে॥
পুলকে নিস্পন্দ বামা নাহি স্বরে কথা।
ইচ্ছা করে দেহ রেখে উড়ে যায় তথা॥
তীরে আসিয়াছে তরি অতি দ্রুত হয়ে।
দেখিতে দেখিতে দুয়ে দুয়ের হৃদয়ে॥

৪

দুজনে দুজনে পেয়ে, দুজনার মুখ চেয়ে,
  অনিমিক্ ঝরিছে নয়ন।
হৃদয়ে ভাঙ্গিছে হৃদি, কেন কেন আরে বিধি,
  সে সময় হলোনা মরণ॥

কপালে কি হয় কবে, আর কি কখন হবে,
  এমন আচেত সুখক্ষণ।
এমন সুখ জপি মনে, দুখের গভীর বনে,
  একা ভয় না হয় কখন॥

"ললিতে ললিতে কিরে, পুনঃ কি পেয়েছি ফিরে,"
  কহিল মন্মথ বহুক্ষণে।
সরে না বচন স্বরে, নীরবেতে আঁখি ঝরে,
  চেয়ে রয় মন্মথ বদনে॥

কথা তথা প্রেমাঙ্কুরে, যে মন্ত্রে মোহিত করে,
  বহিবারে এছার জীবনে।
"হা বিধি" এশব্দ করে, রহিল তাহার ধরে,
  মনঃকথা সুনীল নয়নে॥

আমরি বিধির বিধি, নারদ এসুখ নিধি,
  মানবের ললাটে লিখন।
ঘুচে গেল মোহ ঘোর, বলে প্রাণনাথ মোর,
  ছেড়ে যাবে আর কি কখন॥

"নালোনা" মন্মথ কয়, "যদ্দিন জীবন রয়,
হৃদয়ে রাখিব তোমা ধনে।"
বামা বলে বল পতি, কেন একা বনে গতি,
আমি হেথা জানিলে কেমনে।।

৫

মন্মথ।

"আজি দিবা দ্বিপ্রহরে, নাহি জানি নিদ্রাভরে,
কিকাল ঘটেছে আচম্বিতে।
না জানি কিসের লাগি, জলের কল্লোলে জাগি,
দেখি আমি একা এ তরিতে।।
জুয়ারে পুরেছে নদী, তরঙ্গ নিরবধি।
নাচে তাহে শশির কিরণ।
রবে হলো ভয় প্রাণে; বিস্ময় হলেম স্থানে,
দেখি এই বন্ধুর লিখন।।
'রাজা জানে বিবরণ, ললিতারে দেছে বন,
তব প্রাণ বধিবে আপনি।
তোমাকে নিদ্রিত লয়ে, এনেছি এখানে বয়ে,
তরি লয়ে পলাও এখনি।।
তব প্রিয় বন্ধু ক **'

৬

“পড়িলাম কাল লিপি মস্তক ঘুরিল।
যেন ধরা অন্ধকারে ঘূরিতে লাগিল॥
জানিতে পারিনে পরে কিহলো আমার।
ছিল কি জিবন মম ছিল কি সংসার॥
প্রলয় পবনে যদি ব্রহ্মাণ্ড কাটিত।
আমার গভীর মোহ ভাঙ্গিতে নারিত॥
ভাবি নাই, কাঁদিনাই, কথা নাই আর।
ছাড়িনাই দীর্ঘশ্বাস, ছাড়িনে হুঙ্কার॥
দেখি নাই, শুনি নাই, হলেম পাথর।
জানিনাই নভ নদী ছিল শোভাকর॥
চেয়ে দেখি ধরাপানে প্রান্তর প্রকার।
জীবহীন, তরুহীন, কর্কশ, আধার॥
চাহিতাম ধরণীর তখনি দহন।
যদিনা ধরিত তায় এক প্রিয়জন॥
সেমোহ ভাঙ্গিল পড়ি নিশ্বাস গভীর।
যেন তাহে খণ্ডে২ কাটিল শরীর॥
আপনি আলোকে ভরি ধীরে২ যায়।
আর কোথারবে, যাক্, যথায় তথায়॥
ভাবি লয়ে যাক্ কোন অগম্য সাগর।
নীরব নিশীথ যথা বসি নিরন্তর॥

ললিতা কাননে? বালা, একাএ যামিনী।
আমারে সঁপিয়া প্রাণ কাননে কামিনী॥
আমারি লাগিয়া বনে গেছে প্রেমাধার।
হৃদয়রে খণ্ডে খণ্ডে হওরে বিদার॥

৭

" দেখিলাম তুইধার, মহারণ্যে অন্ধকার,
নীরবে নির্ম্মলা নদী, তার মাঝে বহিছে।
ভীষণ নিজন স্তব্ধ, নাহি জীব নাহি শব্দ,
তরু দলে ফুলে জলে, ঘুমাইয়া রহিছে॥
যেস্থির অরণ্য নদী, যেনবা সৃজনাবধি,
কোন জীব কোনকীট, তথা নাহি নড়েছে।
প্রথমে যেছিল যথা, এখনো রয়েছে তথা,
মৃত্যুর ভীষণ ছায়া, সর্ব্বস্থানে পড়েছে॥
ভয়েতে গগণ পানে, চাহিলে মোহিল প্রাণে,
বিমল সুনীলাকাশে, শশী হেসে যেতেছে।
ভাবিলাম প্রকৃতির, সকলি গভীর স্থির,
শুধুএ হৃদয় কেন, ঝটিকায় মেতেছে॥
মরি যদি পারিতাম, গোলে জল হইতাম,
এস্থির সলিলে মিশে, হৃদয় ঘুমাইত।
তথারিপু চিন্তাহীন, রহিতাম চিরদিন,
ললিতার দুঃখ ভবে, কিসে হৃদে আইত॥

৮

"ভাবি এ প্রকার, ছাড়িতে হুঙ্কার,
কাঁপিল কানন স্তব্ধ।
শিহরি অন্তরে, কিজানি কিডরে,
কাঁপে হৃদি শুনি শব্দ॥
হুতাশ নাশিতে, সঙ্কেত বাঁশিতে,
গাহিলাম দুখ যত।
বাজাইয়া তায়, মরি লো তোমায়,
সঙ্কেত করেছি কত॥
একবার যাই, মুরলী বাজাই,
আপনি নয়ন ঝোরে।
গলে হৃদি দুখে, একমাত্র সুখে,
বাঁশী কি মোহিল মোরে॥
গাই পরক্ষণে, দেখি নিশাবনে,
একাকিনী রূপবতি।
হয়ে চমকিত, রতি এইভীত,
লইলাম শীঘ্রগতি॥
কে জানে কেমনে, আশা এলো মনে,
আমারি ললিতা হবে।
কত ভাগ্যে ধনি, পাই হারা মণি,
কভু আর ছাড়ানবে॥"

৯

ললিতা

"যারে প্রাণ যারে, আর হে তোমারে,
আঁখিছাড়া করিবনা।
রহিব দুজনে, গোপনে কাননে,
দেখিবেনা কোনজনা॥
কায নাই দেশে, তথা শুধু দ্বেষে,
হেন প্রেম নাশ করে।
গঞ্জন যন্ত্রণা, কলঙ্ক রটনা,
মিলন না হয় ডরে॥
যেখানে প্রণয়, হৃদয়ে নারয়,
যেখানে তোমা না পাই।
সে দেশ বিদেশ, সে গৃহে বিদ্বেষ,
কখন যেন না যাই॥
এখানে মন্মথ, প্রণয়ের পথ,
কলঙ্কের কাঁটাহীন।
হেরি তব মুখে, নিরমল সুখে,
স্বর্গ সুখেহব লীন॥
জ্বালা পৃথিবীর, সব হবে স্থির,
শুধু সুখময় মন।

লইয়ে মন্মথ, যাহা মনোমত,
করিব সকলক্ষণ ॥
পিতার সাম্রাজ্য, নাহি তাহে কার্য্য,
লউক্ না সে যে কেহ।
খেয়ে বনফল, খেয়ে নদী জল,
পালন করিব দেহ ॥”

মন্মথ।

“হেবিধি হেবিধি, করহ বিধি,
এই কপালে আমার।
বল তার চেয়ে, স্বর্গপদ পেয়ে,
কিসুখ আছেগো আর ॥
বিচ্ছেদ যাতনা, দিবনা দিবনা,
এজনমে প্রেয়সীরে।
কাল পূর্ণ হলে, সখে তব কোলে,
মরে যাব ধীরেং ॥
চল আসি গিয়ে, ভূমিয়ে দেখিয়ে,
কেমন এ মহাবন।
শ্রান্ত আছ শ্রমে, কোন ঋষ্যাশ্রমে,
করিগিয়ে নিকেতন ॥
ইতি প্রথম সর্গ সমাপ্তঃ ॥”

দ্বিতীয় সর্গ

১

হরি প্রেম যার মনে, সেকি চায় রাজ্যধনে,
প্রিয় মুখ ত্রিসংসার তায়।
হৃদে তার যে রতন, আলো করে ত্রিভুবন,
অন্য মণি নিভায় নিভায়॥
এক মহে সদা মত্ত, নাজানে আপনি সত্ত্বা,
যাহা দেখে তাই প্রেমাকুল।
রবি শশী তারাকাশ, পয়োদ পবনশ্বাস,
সাগর শিখর বন ফুল॥
যেন লক্ষ বিদ্যাধরে, সদা তারা গানকরে,
কি মধুর শব্দহীন ভাষা।
হেরিয়ে সামান্য কলি, নয়ন সলিলে গলি,
উথলে অন্তরে ভাল বাসা॥
প্রেমে যার মন বাঁধা, নাপারে দিবারে বাধা,
সমুদ্র শিখর নদী বনে।
তবে যদি করে বিধি, চির বিরহের বিধি,
তবু স্বর্গ অন্তরে মিলনে॥
যেনবা বারিধি পরে, সঙ্গীহীন দৃষ্টি করে,
প্রভাতের প্রিয় তারা করে।

মোহকর মনোদুখে, শুধু ভেবে সেই সুখে,
মন মজে সুখের বিকারে॥
যদি কোন মতে তায়, আঁখির মিলন পায়,
যেন তায় দুখী বনে বসি।
দেখে তরঙ্গিনী ভাগে, ভীম ঝটিকার রাগে,
ঘন মাঝে ক্ষণ দৃশ্য শশী॥
কলঙ্ক বিপদ ক্লেশ, ঝটিকার ধরি বেশ,
শিরোপরি গরজায় যত।
আশ্রয় করিয়া আশা, প্রণয়িরে ভালবাসা,
প্রণয়ির প্রাণে বাড়ে তত॥
জলাসয় নিরবধি, সেও ভালো পায় যদি,
একবার আঁখির মিলন।
দুখের গভীর বনে, সেই সঙ্গে সুখ মনে,
প্রেম রীতি কেজানে কেমন॥
দেখ দেখি প্রণয়ের কত চতুরালি।
চলিল আঁধার বনে রাজার দুলালি॥

২

চলিল চরণে চন্দ্রবদনী।
চলিয়েং মন্দ চরণী॥

উষার প্রখর তারকা ধনী।
চলিল গজেশগামিনী॥
উভয়ে মরেছে হৃদি জাতনে।
উভয়ে পেয়েছে প্রাণ রতনে।
কাঁদে২ ধরি চলে কাননে।
গম্ভীর নীরব যামিনী॥
শিরোপরে শাখা বিতান ঘন।
আসিবে কেমনে শশিকিরণ।
তরল তিমির ভীষণ বন।
দেখিয়া শিহরে কামিনী॥
আঁধার আকাশে নক্ষত্রাবলি।
তেমনি কাননে কুসম কলি।
আমদে হৃদয়ে যেতেছে গলি।
সে নব নীরদ দামিনী॥
ভীষণ তিমিরে ভীষণ স্থির।
মাঝে মাঝে খসে পত্র শাখীর।
ধীরে ধীরে ঝরে নির্ঝর নীর।
আঁধারে নিরখে রঙ্গিনী॥
জাগিয়া নির্ঝরে ইষৎ আলো।
দেখে ফুলময় সেজ্জল কালো।

আঁধারে কুসুম পরশে গাল।
শিহরে সরোজ অঙ্গিনী॥
যেতে পতি সনে চন্দ্রবদনী
মরি কি সঙ্গীত শুনিল ধনী।
ললিত মোহন গম্ভীর ধ্বনি।
নির্ঝর নিনাদ সঙ্গিনী॥
নীরব কানন উঠে শিহরি।
শিহরে দুজনে দুজনে ধরি।
হৃদয়ে গাঁথিল আমরি মরি।
বাঁধিল মনঃকুরঙ্গিনী॥

৩

স্তব্ধ বনে অন্ধকারে, ভেসে২ চারিধারে,
মোহে তায় দুইজনে, আপনাকে ভুলিল।
দুজনার মুখ চেয়ে, দুজনারে বুকেপেয়ে,
প্রেম আর সেই গানে, এক হয়ে মিলিল॥
জ্ঞান পেয়ে কহে কেন, এগহনে ধনিছেন,
এধ্বনি দেবের যেন, চল দেখি যাইয়ে।
আমরি কহিছে ধনি, শুনি নাই হেনধ্বনি,
হরিল কানন ভয়, হৃদয় নাচাইয়ে॥

বনমাঝে যায় যত, ধ্বনি সুনিকট তত,
দেখে শেষে তরু কত, কুঞ্জ এক ঘেরেছে।
স্থির শোভা কিবা তার, বুঝি প্রেম আপনার
সাধের প্রমোদাগার, তার মাঝে করেছে॥

৪

একুঞ্জ হইতে যেন আসিছে সঙ্গীত।
হেন ভাবি দুইজনে আইল ত্বরিত॥
নিকুঞ্জ প্রবেশ মাত্র থামিল সেধ্বনি।
কানন পূর্ব্বের মত নীরব অমনি॥
আশ্চর্য্য হইয়া দোঁহে রহিলেক স্থির।
দেখিতেছে শোভা কুঞ্জ গগণ শশির॥
কেহ নাই বন কিম্বা গগণ ভিতর।
তথাপি কেমনে এলো এ মধুর স্বর॥
ললিতার জ্ঞান হলো প্রবেশ সময়।
যেন কোন স্বপ্নে দেখা মত শোভাময়॥
দুই মনোরম রূপ নারী নরাকারে।
দেখিল চকিত মত নিকুঞ্জের ধারে॥
মন্মথ মোহিনী প্রতি কহিছে হেপ্রিয়ে।
দেখি কালিকার দিন এখানে রহিয়ে॥

আজিকার মত যদি কালিকায় হবে।
দেব কি মানব রঙ্গ জানা যাবে তবে॥
আজিকার মত এসো রই এই স্থানে।
এমন মোহন স্থান পাবে কোন খানে॥

৫

মোহিনী মন্মথ সনে মনোমত স্থলে।
এমন যামিনী যাপে এমন বিরলে॥
এমন বিপদহীন বিজন কানন।
এমন বিমল প্রেম গম্ভীর এমন॥
কেজানে সে সত্য কি না স্বপন নিশার।
বনে এলে কে জানিত হেন হবে তার॥
রবেনা এমন সুখ মানব কপালে।
ভাবিয়ে বিচল চিত্ত এসুখের কালে॥
এই ভয় মনো মাঝে হয় আর যায়।
যেন কোন মেঘ ছায়া পড়িছে ধরায়॥
এই মত গেল নিশি নিকুঞ্জ মন্দিরে।
সেদিন কাটালে সুখে নিশি এলো ফিরে॥

৬

ক্রমে যামিনী পরকাশে, নিরমল নীলে শশী ভাসে
নিশীতে নিদ্রিত বন, নিদ্রা যায় মেঘগণ,
নিদ্রা যায় বাতাস আকাশে॥

উঠিল নীরবে আচম্বিত, প্রেমময় ললিত সঙ্গীত
স্থির শূন্যে ভেসে যায়, গগণ গহন তায়,
শিহরিছে পুলক পূরিত ॥
যেন কেহ বিরহের স্বরে, প্রেমময়ী পরশে শিহরে
সাধ হৃদে ছিল ধনী, গলিল শুনিয়ে ধ্বনি,
মোহে মিশে প্রাণে প্রাণেশ্বরে ॥
গম্ভীর নিশ্বাসে থামে গান, অবকাশে তারা পায় জ্ঞান
জানিল সে কালিকার, সেই ধ্বনি পুনর্ব্বার,
হেথাহতে গেছে অন্য স্থান ॥
প্রেয়সীরে কহিছে মন্মথ, শুনি লো ধ্বনি কি মনোমথ
এখানে গিয়েছে কাল, কামিনি লো কি কপাল,
আজ ধ্বনি অন্য স্থান গত ॥
আজি গীত গাহিছে যথায়, চল মোরা যাই লো তথায়
কে গায় কিসের তরে, কেন গায় স্থানান্তরে,
করি চল যাহে জানা যায় ॥
এ ধ্বনিতে বুঝি অনুভবে, বুঝি কোন দেবতারা হবে
আমাদের নরনিলা, এস্থানেতে নিরখিলা,
অপবিত্র হলো হেথা তবে ॥
এমন ভাবিয়ে স্থানান্তরে, গিয়ে বুঝি তাই ধনি করে
বুঝিবা হয়েছে দোষ, দেবতা করেছে রোষ,

নাথ সনে লক্ষ্য করি ধ্বনি, চলে বনে শশাঙ্ক বদনী।
ঘন গাঁথা তরুদলে, ঘন তম তার তলে,
ভয়ঙ্কর নীরব কেমনি॥

পূর্ব্বমত নিকুঞ্জ মণ্ডলে, আসিল সে প্রেমিক যুগলে।
পূর্ব্বমত সপ্নসম, দুইরূপ নিরুপম,
তথা হইতে দ্রুতগেল চলে।

৭

কাঁপিয়ে বিষম ভয়ে বলে হাঁরে বিধি।
এমন সুখেতে কেন হেন কর বিধি॥
পৃথিবীতে কোন স্থানে সুখের কি নয়।
কানন বাসে ও কিগো বিপদ নিশ্চয়॥
পৃথিবীতে সুখ কিরে নাহিক কপালে।
হে ঈশ্বর ক্রোড়ে করি লও এই কালে॥
দেবতা কুপিত বলি দুজনাতে ভীত।
কিহবে তৃতীয় রাত্রে দেখিতে চিন্তিত॥
তৃতীয় নিশীতে গীত আর এক স্থানে।
পূর্ব্ব মত তথা গিয়া ভয়ে মরে প্রাণে॥
সেই মত পেলে ভয় চতুর্থ রজনী।
পঞ্চম রজনী যোগে কোথায় সেধ্বনি॥

৮

মিশ্রা পঞ্চমনিশা গগণ মণ্ডলে ।
ভীষণ আঁধার বসি, ঘন বন তলে ॥
নীরব নিস্পন্দ তম, সঙ্গীতের আশে ।
সময় হইল তবু, সেধ্বনি না আসে ॥
বিকট আননে ভয়, ঘুমায় কাননে ।
দেখে স্তব্ধ স্পন্দহীন, যত তরু গণে ॥
পাপাঙ্ক-তিমির ময়, যেন কার মন ।
নীরবে করাল কার্য্য, করিছে কল্পন ॥
শুধু শুষ্ক পাতা খসি, মাঝে২ পড়ে ।
যথা পড়ে তথা থাকে, নাহি আর নড়ে ॥
পেয়ে লক্ষ অদর্শন, কুসুমের বাস ।
আমোদে আঁধার দেহ, না ছাড়ে নিশ্বাস ॥
পত্র আচ্ছাদন তলে, ক্ষুদ্র খাল বয় ।
আঁধার ঈষৎ দেখি, রবহীন রয় ॥
ঘুমায় পড়িয়ে জলে, পুষ্পবৃক্ষাবলি ।
আঁধারে কলিকা, শুষ্ক, নিরখি কেবলি ॥
নীরবে ঝরিয়া ফুল, স্রোতে ভেসে যায় ।
কলঙ্কিনী বিরহিণী নাথ আশা প্রায় ॥
শুষ্কফুল খসি জলে, পড়ে একবার ।
অমনি চমকে বুক মন্মথ বামার ॥

অন্ধকার মাঝে আলো দুয়ের বদন।
বরষার শশী যেন মেঘ আচ্ছাদন॥
ভীম স্তব্ধ ভয়ে শুদ্ধ বসি তারা তথা।
উচ্চু২ করে প্রাণ নাহি স্বরে কথা॥
ভাবে আজি কেন এত কাঁদিছে অন্তর।
বলিলে বলিতে নারে, হৃদি গরগর॥
সুখের কাননে আজি কেন কাল ভাব।
ভীষণ স্বপন যেন দেখিছে স্বভাব॥
আপনি নয়ন কেন ঝরে অকারণ।
বুঝি আজি ছেড়ে যাবে জীবন রতন॥
হৃদেবরি পরস্পরে মুখ পানে চায়।
কেঁদে যেন কি বলিবে বলিতে না পায়॥
ললিতা লুকাল মাথা প্রাণনাথ কোলে।
কাঁদিয়ে মুছায় পতি প্রিয়া আঁখি জলে॥
বরিয়াছে প্রাণ ভাবা পরস্পর তরে।
মেরনা মেরনা বিধি মেরনা অন্তরে॥

৯

এখনো এলো না কেন সঙ্গীতের ধ্বনি।
ভীষণ নীরব! হারে! আছে কি ধরনী॥
অকস্মাৎ কোথা হয় গভীর গর্জ্জন।
কাঁপিল গভীর বন কাঁপিল দুজন॥

অদ্ভুত নিনাদ উড়ে, যায় বন দিয়ে।
অন্ধকার ভীম তর হইল আসিয়ে॥
ভীমতর নাদে যেন কাঁপে নভ হৃদি।
কাঁদিয়া উঠিল দোঁহে, হা বিধি হা বিধি॥

গম্ভীর জলদ নাদ, গড়ায় আকাশ ছাদ,
থেকে২ উচ্চতর স্বনে।
সমুদ্র কল্লোল সোরে, পবন পাগল জোরে,
হুঙ্কারে গরজে প্রাণ পনে॥
বারেক চঞ্চলাভায়, দেখি নীল মেঘগায়,
কটা মাথা নাড়ে ক্ষিপ্তবন।
পাতা উড়ে ঢাকে ঘনে, পড়িতেছে ঘোর স্বনে,
ভীম২ মহীরুহগণ॥
ঘোরভীম চীৎকার, লক্ষ২ অনিবার,
মানুষ চিবায় ভুতগণে।
সমুদ্র সমান সোরে, বরিষা আছাড়ে জোরে,
রেগে২ গর্জ্জে বায়ু সনে॥
উপর্বি২ ধ্বনি, আছাড়ে সহস্রাশনি,
খণ্ড২ ছেড়েবা গগণে।
বিদারিয়ে বিটপিরে, বজ্রাগ্নি পোড়ায় শিরে,
কাঁদে ঘোর সিংহ ব্যাঘ্রগণ॥

ভীষণ নীরব! যেন মরেছে ধরনী।
হেথাতে কাঁপালো স্তব্ধ আবার কি ধ্বনি ।।
বলিছে গম্ভীর স্বরে রে নর যুগল।
দেবের নিকুঞ্জে এসে পাও কর্ম্মফল ।।

ফিরেবার বহে, গরজিল জলধর,
মাতিল মরুত ফিরেবার।
পড়িয়া অশনি ঘন, ভীমবলে তরুগণ,
মত্তশির নাড়িছে আবার ।।

১০

থামিল ঝটিকারণ, দেখি নিশাশেষ।
শ্বেত মেঘময়াকাশ, ক্ষিনাঙ্গী নিশেশ ।।
জ্বলে করে জলময় কানন নিকুঞ্জ।
তরুলতা তৃণ ভূম, পুষ্পলতা পুঞ্জ ।।
ফুলময় ছোট খাল বিমল চঞ্চল।
ছায়াকারী শাখাহতে ঝরে বিন্দুজল ।।
উজ্বল পুলিন তলে ম্লানতারা মত।
মরিয়ে রয়েছে ঝড়ে ললিতা মন্মথ ।।
মানবেরি কি কপাল সংসার কিছার।
বহিতে জীবন ভার কে চাহিবে আর ।।

যতন কুসুম কলি যদি যত আশ।
বারেক পবনাঘাতে হয় হেন নাশ॥
এই কি ললিতা ছিল এই কি মন্মথ।
রে প্রেম দেখরে এসে কি রত্ন বিগত॥
নাথ ভুজে মাথাদিয়ে পড়েছে মোহিনী।
মুখে মুখে কাঁদে যেন দুটি সরোজিনী॥
ললিতার মুখ শশী ভিজে বরিনায়।
সরোজ শিশির মাখা মাটিতে লোটায়॥
শীতল ললাটে জলে জ্বলে শশধর।
জলে ভিজে পড়ে আছে অলক নিকর॥
লুটায় কবরী শির, দীর্ঘ ভূমেপরে।
মন্মথ রয়েছে তবু নাহি তুলে ধরে॥
এখনো গম্ভীর স্থির বসি ক্লপ মুখে।
ছাড়িবার মমতার, মোহময় দুখে॥
সেরূপ ঘুমায় যেন, সন্ধ্যা ধরাপরে।
নিজস্তব্ধে ভয় পেয়ে, নিশ্বাস না সরে॥
স্থির শ্বেত ভাল সেই, নহে নিরমল।
দেখিলে শিহরি হয় শরীর শীতল॥
পড়ে তার মরণের, ভয়ঙ্কর ছায়া।
চন্দ্রিকায় যেনকালো, কাদম্বিনী কায়া॥

যেন চন্দ্রকরে স্থির বারিধি বিস্তার।
পড়ে তায় শিখরীর ছায়া অন্ধকার॥
কোমলপল্লব নীল মুদেছে নয়ন।
এরি কি কটাক্ষে ছিল সুখের স্বপন॥
এখনি কেঁদেছে কত কাঁদিবে না আর।
সফরী সম না নীল নাচিবে আবার॥
বাঞ্ছিতার প্রিয় তারা মন্মথ বদনে।
চাহিতেং বুঝি মুদেছে মরণে॥
মানবের কি কপাল! এইসে হৃদয়
কোথা তার প্রেম মোহ কোথা আশাভয়॥
নিবাস বিমল পড়ি শশির কিরণে।
ভিতরে নিস্পন্দ যেন জগৎ এক্ষণে॥
এক বৃন্তে দুটি ফুল মুখে মুখ দিয়ে।
সেহৃদি কুসমাসনে পড়েছে ছিঁড়িয়ে॥
তেমনি একাঙ্গে এরা থেকে চিরকাল।
মরিল অধরোপরে কি সুখ কপাল॥
যার লাগি ছিল বেঁচে পারিত বাঁচিতে।
তারি সনে মরে গেল তাহারি হৃদিতে॥
সুখের কপাল কত, সংসার যাতনা।
বিকার বিয়োগ শোক সহিতে হলো না॥

ছিঁড়িয়াছে ভীম ঝড়ে একই প্রহারে।
কাটেনি ক্রমশঃ কীট, প্রাণের সুসারে ;
ভীর গোপনগামী দুখ স্রোতোপরে ;
পড়ে নাই ভেসেং ডুবিতে সাগরে ॥
না হবার হইয়াছে, এই মাত্র স্থির ;
এই আছে অবশেষ, সে প্রেমশশির ॥
ওই খানে দেহাম্বুজ মাটি হয়ে যাবে।
জানিবে কে দেখিবে কে, কেঁদে কে ভিজাবে

চন্দ্রিকার নীলাকাশ গায়, দুটি দেবদারু দেখা যা,
ভীম বনে তলে তার, অতি স্তব্ধ অনিবার,
অদ্যাবধি প্রহরী তাহায় ॥
সেই নদী সেই তরুবরে, দুখময় তরং স্বরে।
বারেক ক্ষান্ত না আছে, নক্ষত্রমণ্ডলী কাছে,
অদ্যপি বিলাপ কেন করে ॥
গম্ভীর সেধ্বনি নিরবধি, যেনবা সন্ধ্যায় শরন্নদী
শুনিলে শিহরি স্মরি, মেধার মারুতোপরি,
জানিনে যেতেছি কি জলধি ॥

শ্যামলা গুল্মিনী চির নব, ব্যাপিয়াছে সেই স্থান সব
তারাফুল তারা ধরি, নিরন্তর আমোদ করি,
সুধা পানে শিহরিছে নভ ॥

এ কাননে গভীর এমন, কে করে রে বাঁশরী বাদন,
অনিবার নিশা ভাগে, যেন কার অনুরাগে,
গায় সাধে মনের যাতন ॥

মোহমন্ত্রে তায় স্থির বন, শোনে ধ্বনি বিহীন স্পন্দন,
পত্রটি নাহিক সরে, যেতে২ শুনে স্বরে,
নাহি সরে নীরধর গণ ॥

চন্দ্রিকার শুনা কুঞ্জোপর, মোহন স্বপ্ন স্পর্শে ভাস্বর ।
কারা যেন শুনে তায়, উড়ে নীল নভ গায়,
মর্ম্মরিত প্রচুর অম্বর ॥

[illegible]কত শুশানাম ঝরে, কুসুম বরিষে কুঞ্জোপরে,
ভাঙ্গে স্বপ্ন উষা আসি, অমনি নীরব বাঁশী,
গলে যায় সেরূপ নিকরে ।

লুকায়ে এই কুঞ্জবনে, মন্মথ-মোহিনী নাথ সনে,
প্রতি নিশী এইমত, হয় যথা নিদ্রাগত,
প্রেম হৃদি রতন দুজনে ॥

সমাপ্তিঃ ।

মানস।

(মৃত প্রিয় জনের উদ্দেশে)।

ফলানি মূলানি চ ভক্ষয়ন্ বনে।
গিরীংশ্চ পশ্যন্ সরিতঃ সরাংসি চ।
বনং প্রবিশ্যৈব বিচিত্র পাদপং।
সুখী ভবিষ্যামি তবাস্তু নির্বৃতিঃ।

বাল্মীকি।

There is a pleasure in the pathless woods,
There is a rapture on the lonely shore.

Childe Harold

হা পরাণ ধর ফিরে হৃদয় মণ্ডলে।
নাহি কি কোথাও মম, মনোমত স্থলে ।।
কি আছে সংসারে আর বাঁধিবারে মোরে।
যে কালে কেটেছে কাল প্রণয়ের ডোরে ।।
এক মাত্র সুখ মম ছিল যে সংসারে,
আঁধার জীবনাকাশে একাকিনী তারা।
একবার জ্বলিয়ে সে মিশেছে আঁধারে,
সংসার জন্মেরি মত হইয়াছে সারা ।।

যেতে যদি চিহ্ন মাত্র রাখিয়ে আমায়।
ভিজাতেম আঁখি জলে, বুকে করি তায়॥
অনিবার দহে হৃদি একই যাতনা।
সে যেন জীবন মাঝে একই ঘটনা॥
হৃদয় কুসুম যারা ভাবিত আমায়।
কেজানে কেন রে আর, ফিরিয়া নাচায়॥
তবু যে বাসিত ভাল মুছাতো নয়ন।
তাহারো হয়েছি বিষ কপাল যেমন॥
মনে করি কাঁদিবনা রব অহঙ্কারে।
আপনি নয়ন তবু ঝরে ধারে ধারে॥
জীবন একই স্রোতে চলিবে আমার।
গোপনে কাঁদিবে প্রাণ সকলি আঁধার॥
আঁধার নিকুঞ্জে যেন নীরবেতে নদী।
একাকী কুসুম তায় চলে নিরবধি॥
কারে নাহি বাসি ভাল, কেহ নাহি বাসে।
হৃদে চাপা প্রেমাগুণ, হৃদয় বিনাশে॥
সংসার বিজন বন, অন্তরে আঁধার।
দেখিতে অপ্রেমী মুখ, না পারি রে আর॥
রব না তাদের মাঝে, সে নাই যে থানে।
ধর কি ধরনি মম মনোমত স্থানে॥

কেন বিপিনময় দ্বীপে একা থাকি।
ভাবিয়া হৃদির জ্বালা ভ্রমিব একাকী ॥
দেখিব দ্বীপের শোভা মোহিত নয়নে।
বিপিন বারিধি নীল বিশাল গগণে ॥
চারি পাশে গরজিবে ভীষণ তরঙ্গে।
শ্বেত ফেণা শিরোমালা নাচাইয়া রঙ্গে ॥
শিরে মন্দ সমীরণ শব্দে মিশে তার।
থেকে২ রেগে২ ছাড়িবে হুঙ্কার ॥
নিরখিব নীরধারে ভীষণ ভূধর।
দাঁড়ায় বিশাল বক্ষ জলধি উপর ॥
তুলিয়া ললাট ভীম প্রবেশে গগণে।
তরঙ্গে গম্ভীর স্বরে নব মেঘগণে ॥
পদে তার আছাড়িবে প্রমত্ত তরঙ্গ.
বুকে তার প্রহারিবে পাগল পবন।
ভূধর মানিবেনা অধমের রঙ্গ.
ললাটের রাগে করি ভয় প্রদর্শন ॥
কর্কশ সানুতে তার বিহরি বিজনে।
আমরি এসব কবে হেরিব নয়নে ॥
মোহে মন মজাইবে প্রকৃতি মোহিনী।
জীবন যাইবে যেন স্বপনে যামিনী ॥

আলো মাখা কালো বাস পরিলে উষায় ;
অনিবার তরতর জলনিধি ধায় ॥
নিশায় বিশাল বক্ষ অন্তরে আকাশে ।
শ্বেত শশিছায়া নীলে ধীরে২ ভাসে ॥
শিহরিবে হৃদি মোর, সে স্নিগ্ধ সমীরে ।
পাশে কুঞ্জ লতা, ফুল নাচাবে সধীরে ॥
নিরখিব শশী, শ্বেত গগণ মণ্ডলে ।
কত মেঘ বায়ু ভরে শ্বেতাকাশে চলে ॥
গিরিপরে সুখে তারা নেচে নিচে যায় ;
যেন মোর মন আশা নিরাশা নিশায় ॥
নাচাইবে কতবার জলের ভিতর ।
তাহারি পানেতে চেয়ে রব নিরন্তর ॥
ধ্বনিবে সুরব মৃদু সমীরণ করে ।
সুধার শিশির মাখা নিকুঞ্জ নিকরে ॥
পুলকে দেখিব আমি লোহিত আকাশে
পয়োধির পাশ থেকে তপন প্রকাশে ॥

তরল তরঙ্গ মেঘ অনল সাগরে ।
নিজে রবি নভ রাজ দেখাইছে করে ॥

চঞ্চল সুনীল জলে তরুণ তপন,

তরুলতা তৃণ মাঝে করিবে তখন,
ঝিকিমিকি নীহার নিকর ॥

দ্বিপ্রহরে ঘননীল বিমল অম্বরে।
ভাসিয়া রহিলে রবি অনন্ত সাগরে ॥
শ্বেত মেঘ অগ্নি মেখে ফিরিয়া বেড়ায়।
বন তরে অন্ধকার নিকুঞ্জ মাঝায় ॥
দীর্ঘ ভীম তরুগণ আচ্ছাদে আঁধার।
করিবেক চারুলতা স্নিগ্ধ চারিধার ॥
নীরব নিশ্চল দ্বীপে রহিবে সকল।
স্পন্দহীন পত্র আর কুসুমের দল ॥
শুনিব গরজে ঘোর তরঙ্গ নিকরে।
কাঁদে বিদারে বন এক পিক স্বরে ॥
তরুলতা মাঝ দিয়া বিমল গগণ।
স্নিগ্ধ জলে রবিকর হবে দরশন ॥
কালোজলে ঢাকা দিলে প্রদোষ আঁধার।
অনিবার তরতর বিশাল বিস্তার ॥
সেই দুঃখস্বরে হৃদি শিহরি চঞ্চল।
কাঁদিবে নাজানি কেন আঁখিময় জল ॥
যেন সুখ কালে শোনা সুখের সঙ্গীত।
নাচাইয়ে হৃদি ডোর জাগে আচম্বিত ॥

আপনি ভাসিবে আঁখি দরং ধারে।
স্বদেশ স্মরির চেয়ে পয়োধির পারে॥

নবীনা রূপসী একা কাঁপে এক তারা,
যেন নব প্রণয়িনী প্রণয় সাগরে।
ছেড়ে গেছে কর্ণধার একা পথ হারা,
কত আশা কত ভয়ে কাঁপিছে অন্তরে॥

যখন সন্ধ্যায় শ্বেত অর্দ্ধ শশধরে।
ধীরেং ভেসে যাবে নীলের সাগরে॥
আকাশ বারিধি সনে করি পরশন।
চারি পাশে ধরিবেক নিঘোর বসন॥
বারেক ভাবিব সেই রমণী রতন।
রেখেছিল বেঁধে যার প্রেমমোহে মন॥

অন্ধকারে স্থির স্রোতে অন্ধকার বনে।
যেন বালা জ্বালা দীপ একা ভেসে যায়!
এক আলো ছিল প্রিয়ে আঁধার জীবনে।
কেনরে সমীর কাল নিভালে রে তায়॥

এমনি বিপিন মাঝে এমনি সময়ে।
ভাবিব সঁপেছি কত হৃদয়ে হৃদয়ে।
এমনি করেছে কেঁদে তরং বারি।
নয়ন মুদিল যবে রতন আমারি॥

যবে ভাসি অর্দ্ধ শশী তারাময়াকাশে ।
স্বপ্ন ভূমি সমধরা অস্পষ্ট প্রকাশে ॥
ঝঝর বাতাস বয় ক্ষীণালোকে ঘরে ।
বাহিরে সমুদ্র স্থির অ[illegible]র রবে ॥
অনিবার সর সর উঠে তরঙ্গগণ ।
দেখিব মিশিবে শূন্যে প্রাণেরি কহন ॥
আঁখি আর নীলাকাশ মাঝে তার ছায়া ।
আলোময় বেশে সেই কুসুম[illegible] কায়া ॥
সেই সে কুন্তল মাঝে খেলিছে পবনে ।
সেই স্থির মোহময় প্রণয় বদনে ॥
গভীর দর্শন মোহে ভুলিব দর্শন ।
চেয়ে রব জানিব না নিমেষ এখন ॥
পূর্ণ শশী মোহমন্ত্রে চন্দ্রিকার মাঝে ।
গিরি বারিধিবনাকাশ নিদ্রিত নীরবে ॥
চন্দ্রিকার ভীম স্থির নীল জলধির ।
চক্‌মক্ নাচে তায় কিরণ শশির ॥
মনঃসুখে মনোদুঃখে মোহিত হৃদয়ে ।
তার মাঝে বেড়াইব চারু তরি লয়ে ॥
ভাসিবে নিবিড় নীলে এক শশধর ।
দেখিব জ্বলিছে স্থির নক্ষত্র নিকর ।

পাশে নীল জল স্থির রব অনিবার।
যেমন স্বপনে কথা প্রণয়ী বামার॥
একবার পরশিবে মলয় সমীরে।
যেমন সে পরশিত ভাগিরথী তীরে॥
ধূমেতে আকাশে মিশে তরুদল তীরে।
পরস্পর গায় পা-ে ঢুলে ধীরে ধীরে॥
প্রেমমোহ ভরে যেন, আবেশের রঙ্গে।
প্রণয়ী ঢলিয়া পড়ে প্রণয়ীর অঙ্গে॥
ভীম স্থির মাঝে কোন রব শুনিব না।
তবে যদি নিরুপমা স্বর্গীয়া ললনা॥

শূন্যভরে শশীকরে স্বপ্নময় নিশে,
বাজায় মুরলী মৃদু মনোমোহভরে।
প্রকাশিয়ে যত জ্বালা প্রণয়ের বিষে,
গভীর কোমল ধীর যাতনার স্বরে॥
মনোসাধে মজে তায় ভাবিবেক মন।
স্বপনে নিরাশা সনে আশার মিলন॥
মরিরে মোহিত মনে শুনিব সে স্বরে,
মোহভরে মুখপানে চেয়ে রব তার।
হা বিধাতঃ বল২ বারেক বল রে,
হবে কি এমন দিন কপালে আমার॥

অথবা দেখিব শুষ্ক লতিকার কুঞ্জে।
জ্বলে যথা শশিকর স্থির পাতাপুঞ্জে॥
নবীন কুসুম হাসি ছাড়িছে সুবাস।
যেন তৃণ লতা মাঝে নক্ষত্র প্রকাশ॥
দেবের ললনা দলে নাচে মাঝে তার।
চন্দ্রের কিরণে যেন চম্পকের হার॥
শত বিনা স্বর্গসুরে অপ্সরার বাজায়।
শত গান গন্ধ সনে শুনাতে বিলায়॥
যারে ফুল জ্বলে মণি ফেরে হর ভাবে।
রতন বসন রয় কখন কি ভাবে॥
হায়! গেলে হবে কুঞ্জ বিজন আঁধার।
একাকী কাঁদিব দেখে ঝরাফুলহার॥
নিমিষে ঘুচিল স্বপ্ন মোহিনী মণ্ডলে।
সেই ফুল সেই লতা ধীরেন্দ্র কোলে॥
কাননে সাগরে যবে অমাবস্যা বসি।
কালো মেঘে ঢাকা শির ভীষণ রাক্ষসী॥
গিরিগুহা হতে শিরে ক্রোধ ঝটিকার।
শুনে তাহে মিশাইব, অংশ হব তার॥
ভীমরণে প্রাণপনে পাগল পবন।
ঘুরিয়া ঘুরিয়া রাগে করে গরজন॥

গরজিছে রেগে রেগে অসংখ্য তরঙ্গ।
তমোমাঝে শ্বেত ফেণা আছাড়িছে অঙ্গ॥
গভীর গম্ভীর ধীর জলধর ধ্বনি।
ফাটাবে গগণ হৃদি চেচায়ে অশনি॥
উপরি উপরি রেগে ছিঁড়িছে শিখর।
স্বরে যেন রুদ্রশৃঙ্গ, "প্রলয় রে নর॥"
ভয়ঙ্কর ভুতগণ, নেচেং ঝড়ে.
উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিবেক ঝড়নাদ সঙ্গে।
বিকট বদন ভঙ্গী গিরিপরি চড়ে,
ভীম শ্বেত দন্তাবলী দেখাইয়ে রঙ্গে॥
বারেক চমকে দেখি চপলা কারণ।
কড়মড় করি করে মানুষ চর্ব্বণ॥
মত্ত হয়ে শুনিব সে ভীষণ সঙ্গীতে।
সে যদি গিয়াছে আর ভয় কি এ চিতে॥
পরেতে গভীর স্থির জগৎসংসার।
কাঁদিয়া ঘুমালো যেন নবীন কুমার॥
যেন তার করুনার প্রতিমা প্রকাশ।
পুঁজিব গভীর মোহে, বিগত বিলাস॥
সঁপিয়া জীবন মন, যৌবন রতন।
এমন সুধীর মনে হইব পতন॥

ভাবির ঝটিকা মত ছিল মম মন।
এ গভীর স্থির মত হয়েছে এখন॥
মনের মানস এই রহে হেন স্থলে ;
খেলাইব শশিমুখী নয়নের জলে॥
কারে অনুরাগী নহি বিনে সনাতন ;
জপিয়া পবিত্র নাম হইব পতন॥
প্রিয় মৃত্যু মুখ স্মরি ছাড়িবে এদেহ।
জানিবেনা শুনিবেনা কাঁদিবেনা কেহ॥
অনিবার জলধর কাঁদিবে কেবল।
আছে কি পৃথিবি হেন বিজন স্থল॥

সমাপ্ত।